মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ তৃতীয় | বর্ষঃ প্রথম | মার্চ ২০০৫

সবার আগে প্রয়োজন পরিবারকে মাদকমুক্ত রাখা-মহাপরিচালক

সমাজের প্রাথমিক একক হলো পরিবার। একটি আদর্শ পরিবারই দিতে পারে একজন মানুষের সুস্থ ও সুন্দর জীবন, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষ তার জীবনে সর্বপ্রথম শিক্ষা গ্রহন করে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে। একটি শিশু যখন থেকে বুঝতে শিখে তখন থেকেই অনুকরণ করতে থাকে *তার পরিবারের অপরাপর সদস্যদের। তাই একটি শিশুকে শৈশবকাল* থেকেই আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতে হবে। সমাজের প্রত্যেকটি অভিভাবককেই সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে *তার প্রিয় সন্তানটি যেন বিপথগামী* না হয়ে পড়ে। একজন সচেতন অভিভাবকের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব তার প্রিয় সন্তানটি কোন দিকে এগোচ্ছে। কারণ একটি সুস্থ সন্তান একদিনেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়েনা। প্রথমে সে ধূমপান শুরু করে এরপর কোন অসুস্থ পরিবেশ থেকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ হতে থাকে *মাদকের মত মারাত্মক নেশার দিকে। তাই প্রত্যেকটি অভিভাবককেই খেয়াল রাখতে হবে তার প্রিয় সন্তানটি কোন পরিবেশের এবং কাদের সাথে* মিশছে। সন্তান যদি মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে তার ফল ভোগ করবে তারই প্রিয় সন্তান।

মাদকাসক্তের প্রভাব সর্বপ্রথম পড়বে তার পরিবারের উপর। মাদকাসক্ত যেভাবে নিগৃহীত হবে সমাজে তেমনিভাবে নিগৃহীত হবে তার পরিবার। প্রত্যেকটি সন্তানকে যদি বাবা-মা স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে পারেন তবে তার সন্তান অবশ্যই সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যেই বেড়ে উঠবে। আর সন্তানের মধ্যে যদি পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও সামাজিক মূল্যবোধ না থাকে *তাহলে তার পরিবারে ধীরে ধীরে অবক্ষয় নেমে আসবে। পরিবারে দেখা দিবে বিশৃংখলা, সম্মুখীন হবে আর্থিক* সমস্যার। একসময় এই সমস্যাই রূপ নেবে প্রকট পারিবারিক সমস্যারূপে। মাদকাসক্ত যখন তার নেশার অর্থের যোগান পরিবার থেকে পাবেনা, তখন লিপ্ত হবে নানাবিধ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনে। আর এভাবেই শুরু হবে তার নানাবিধ অসামাজিক কার্যকলাপ। তাই প্রথমেই মাদকমুক্ত রাখতে হবে পরিবারকে। এদেশের প্রত্যেকটি পরিবারই যখন মাদকমুক্ত হয়ে পড়বে, তখনই থাকবেনা *এদেশে কোন মাদকাসক্ত। আসুন আমরা প্রত্যেকেই মাদকমুক্ত পরিবার গঠনে সচেষ্ট হই এবং* মাদকমুক্ত দেশ গঠনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করি।

সম্পাদকের কথা

বিভিন্ন কারণে একজন মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মাদকাসক্তরা তার পরিবারে ও সমাজে নানাভাবে নিগৃহীত হয়ে থাকে। *মাদকাসক্তদের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা উচিত। আর যারা সুস্থ জীবনের অধিকারী তাদেরও উচিত মাদকাসক্তদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে এই অভিশপ্ত জীবন থেকে* মুক্ত করে সুপথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। অনেক ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘকালীন চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। তাদের চিকিৎসার জন্য রয়েছে সরকারের পাশাপাশি অনেক বেসরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র। এসমস্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের প্রয়োজনানুযায়ী চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। চিকিৎসা শেষে যখন সে তার পরিবার বা সমাজে ফিরে যায় তখন সকলকেই তার দিকে সহযোগিতা ও সহানুভূতির হাত প্রসস্ত করতে হবে। সচেতন মহলকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সে যেন আবার পূর্বের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে ফিরে না যায়। তাহলেই ধীরে ধীরে হয়তোবা আমরা মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারব। তখন তারা সামাজিক সমস্যা থেকে সামাজিক সম্পদে পরিণত হবে।

মাদকের কারখানা এখন গভীর অরণ্যে

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিশাখা অপারেশনস এর নেতৃত্বে গত ৭/০২/০৫ তারিখে ঢাকা উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তারা গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার *বরকাত এলাকার গজারিয়া বনের বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে চিরুনী অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫/৬ টি গোপন মদ তৈরীর কারখানা ধ্বংস করেছে। লোকালয় থেকে* বহুদূরে গভীর জঙ্গলে এসব মদের কারখানায় অস্বাস্থ্যকর উপায়ে নানান বিষাক্ত উপকরণ মিশিয়ে যে মদ তৈরী করেছিল তা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এসব মদের কারখানা সম্পূর্ন নির্মূল করতে হলে স্থানীয় জনগণের স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতা প্রয়োজন।

মাদক সম্রাজ্ঞী লিপিসহ ৯ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গত ২৪ ফেব্রুয়ারী অপারেশন ক্লীন স্পটের আওতায় রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে পৌনে এক কেজি হেরোইন ও হেরোইন বিক্রয়লব্ধ দুই লাখ টাকাসহ নগরীর মাদক সম্রাজ্ঞী লিপি ও ছকিনাসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করে। তারা মোহাম্মদপুর টাউন হলের ১ নম্বর গলির ৪ নম্বর কক্ষ থেকে মাদক সম্রাজ্ঞী লিপির সেলসম্যান মীর মোতালেব (২৫) ও মোমেলাকে(৩০) ২৩৫ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করে। পরে শ্যামলীর গ্রীন রোডের ২/১/২, গোল্ডেন স্ট্রিটের ৪র্থ তলা থেকে ১০০ গ্রাম হেরোইনসহ হেরোইন সম্রাজ্ঞী সুন্দরী লিপি ওরফে লিপি বেগম(২৫) ও তার স্বামী হযরত আলীকে গ্রেফতার করা হয়। ওই অভিযানের আওতায় অধিদপ্তরের অভিযানকারী দল একটি প্রাইভেট কার (ঢাকা মেট্রো-গ-১১-৭২৫৭) ও ১০০ গ্রাম হেরোইনসহ রুবেল(২৫) ও রিপনকে (২৫) গ্রেফতার করে। অন্যদিকে মনিপুরী পাড়ায় একটি ৬ষ্ঠ তলায় অভিযান চালিয়ে ৩৪০ গ্রাম হেরোইন ও হেরোইন বিক্রির নগদ ২ লাখ ১০ হাজার টাকাসহ হেরোইন সম্রাজ্ঞী ছকিনা ও তার স্বামী বারেককে গ্রেফতার করা হয়। এরপর উত্তর বাড্ডার সাঁতারকুলের বাসায় অভিযান চালিয়ে এলাকার মাদক সম্রাজ্ঞী কল্পনার সহযোগী মাস্টার ফজলুল হককে (৩৬) গ্রেফতার করেন।

মোহাম্মদপুরে হেরোইনসহ গ্রেফতারকৃত লিপি ও তার সহযোগীরা

সরিষার মধ্যেই ভূত !!

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা উপ-অঞ্চলের নরসিংদী জেলার সদর থানায় সম্প্রতি জিআরপি পুলিশের সদস্য মিজানুর রহমান স্বস্ত্রীক ফেন্সিডিলের চোরাকারবারে জড়িত অবস্থায় হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। জিআরপির এই ফেন্সি দম্পতির কাছ থেকে মোট ৫২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। মিজানুর রহমান নরসিংদী সদর থানাধীন ২২০/১২ বোয়াকুড়ে তার বশতবাটিতে দীর্ঘদিন ধরে ফেন্সিডিলের ব্যবসা করে আসছিল।

৮৪ বোতল বিদেশী মদ উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম গত ২৭/০২/০৫ ইং তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় গুলশান-১ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮৪ বোতল বিদেশী মদসহ ১ টি প্রাইভেট কার যার নং-ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৪-৩৬৯৩ উদ্ধারপূর্বক মাদক ব্যবসায়ী শফিকুল ইসলাম(৩২) কে গ্রেফতার করে। সে দীর্ঘদিন যাবৎ রাজধানীর অভিজাত এলাকায় মাদক ব্যবসায় জড়িত।

মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের খুলনা অঞ্চলাধীন মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শকদের জ্ঞানের ব্যাপ্তিতা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধনার্থে (ASK) ৩(তিন) দিনব্যাপী একটি বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্স খুলনা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২৪/০২/০৫ হতে ২৬/০২/০৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।এ প্রশিক্ষণ কোর্সে বরিশাল, পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনায় কর্মরত ২১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেন। মাঠ পর্যায়ে আইনপ্রয়োগমূলক কর্মের অংশ হিসেবে এজাহার দায়ের,তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল, সাক্ষ্য প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে তাদেরকে কৌশলগত ভাবে অভিজ্ঞ করে তোলার উদ্দেশ্যে এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিচালক (অপারেশনস) উপস্থিত ছিলেন।

মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য

গত ফেব্রুয়ারী মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতার কর্মে বেশ তৎপর ছিল। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা শহরকে মাদকমুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অপারেশন ক্লিন স্পটের আওতায় ৮টি বিশেষ টিমের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৫৬৯ টি এবং গ্রেফতারকৃত আসামীর সংখ্যা ৬৭৯ জন। ফেব্রুয়ারী মাসে জানুয়ারী মাসের তুলনায় মামলার সংখ্যা বেড়েছে ৮৪ টি এবং গ্রেফতারকৃত আসামীর সংখ্যা বেড়েছে ১১৭ জন। তাছাড়া ফেব্রুয়ারী মাসে মোট ৩১৪ টি মামলা নিস্পত্তি হয় এবং ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৬৪০৫টি । এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৪২ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৭২ টি । সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৫০ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৯৪ জন। অধিদপ্তরের ফেব্রুয়ারী মাসের মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১০৭	১৩৬	২.০২৩ কেজি
গাঁজা	১৪৯	১৬৮	১২২.১২২ কেজি
গাঁজা গাছ	১	১	৬ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৪৫	১৫২	৩৪৮৭ লিটার
দেশী মদ	১	১	১ লিটার
বিদেশী মদ	৩	৩	৫০.৭ লিটার
বিদেশী মদ	১২	১১	৬৬৯ বোতল
বিয়ার	৪	৮	৭৫৯ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৯	১১	৩২.৫ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	২	২	৪৫ লিটার
ফেন্সিডিল	১১২	১৫৫	৯২২৪ বোতল
ফেন্সিডিল	০	০	৬ লিটার
তাড়ী (টোডি)	৯	১৪	৮৩৫ লিটার
পচুঁই	৩	৩	৬৫লিটার
পেথিডিন	১	১	১ এ্যাম্পুল
টি.ডি.জেসিক ইঞ্জেকশন	১	১	১০৯ এ্যাম্পুল
জাওয়া(ওয়াশ)	৫	৬	৯৪৮৬.৯৩ লিটার
এ্যালকোহল	২	১	১৫ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	১	১	৫এ্যাম্পুল
মুলি	০	০	১৫০০ পিচ
মরফিন	০	০	২ এ্যাম্পুল
ট্যাবলেটের উপকরণ	১	১	১১ গ্রাম
টলুইন	১	৩	৪১১৭ লিটার
নগদ অর্থ	০	০	২৪৬১১০ টাকা
প্রাইভেট কার	০	০	২ টি
সি,এন, জি	০	০	২ টি
মোবাইল সেট	০	০	৫ টি
মোট	৫৬৯	৬৭৯	

ইনজেকশন ব্যবহারকারী মাদকাসক্ত এইচআইভি সংক্রমনে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ

যদিও বাংলাদেশে বর্তমানে এইচআইভি বহনকারীর সংখ্যা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় কম কিন্তু ইনজেকশন ব্যবহারকারী মাদকাসক্ত HIV/AIDS ছড়ানোর জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। একাধিক ব্যক্তি একই সিরিঞ্জের মাধ্যমে নেশা করে বলে এদের মধ্যে কারও HIV থাকলে তা অন্যদের মধ্যে এবং তাদের মাধ্যমে তাদের যৌনসংগীদের মধ্যে HIV ছড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি ৫ম সেরো সার্ভিলেন্সের (২০০৩-২০০৪) হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের সেন্ট্রাল অঞ্চলে ইনজেকশন ব্যবহারকারী মাদকাসক্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী এইচআইভি আক্রান্ত পাওয়া গিয়েছে যা বর্তমানে ৪%। সেন্ট্রাল- অঞ্চলের একটি স্থানে ৮.৯% ইনজেকশন ব্যবহারকারী এইচআইভি পজেটিভ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাটি খুঁড়ে ২৫০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম অপারেশন ক্লিন স্পটের আওতায় গত ৯ ফেব্রুয়ারী ধানমন্ডির বাবুপুরা মার্কেটের পেছনে একটি নির্মাণাধীন ভবনের মাটির নিচ থেকে ২৫০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে। একই সাথে গ্রেফতার করে মাদক ব্যবসায়ী জামাল(২৩) কে। নিচতলার একটি ক্যানেলের মাটি খুঁড়ে উল্লিখিত মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়।গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

নিরোধ শিক্ষা ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছে। আগামী ২৬ জুন, ২০০৫ মাদকবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসকে সামনে রেখে মাদকবিরোধী প্রচারণার উদ্দেশ্যে অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চলসমূহ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্কুল, কলেজ, হাট-বাজার ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে মাদকবিরোধী গণউদ্বুদ্ধকরণ ও নিরোধ শিক্ষামূলক আলোচনা সভার আয়োজন ও লিফলেট, পোস্টার, স্টিকার বিতরণ করে । নিম্নে ফেব্রুয়ারী মাসের মাদক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি হিসাব বিবরণী প্রকাশ করা হল ।

১.	মাদকবিরোধী পোষ্টার বিতরণ	৫১২০টি
২.	মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	২৪৪০০টি
৩.	মাদকবিরোধী স্টিকার বিতরণ	৪৯৮০টি
৪.	মাদকবিরোধী পুস্তিকা বিতরণ	৬৯০টি
৫.	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	১১ টি
৬.	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেনী বক্তৃতা	১১টি

রাজধানীতে ব্যাপক হেরোইন ও ফেন্সিডিল উদ্ধার

মাদবদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর "অপারেশন ক্লিন স্পট"এর আওতায় ফেব্রুয়ারী মাসে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযানের মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণ হেরোইন ও ফেন্সিডিল উদ্ধার করেঃ-

১ ফেব্রুয়ারী-কমলাপুরের টিটিপাড়া বস্তি থেকে ১শ' বোতল ফেন্সিডিলসহ শরিফুল ইসলাম ওরফে পিপন ওরফে দিপন ওরফে রিপন (৩০) এবং ইসমাইল খন্দকার (৩০) গ্রেফতার।

৪ ফেব্রুয়ারী-টিটিপাড়া বস্তি থেকে ৬শ' বোতল ফেন্সিডিলসহ হারুন অর রশিদ ও ২৩/এ উত্তর সায়েদাবাদে অবস্থিত শামসুল হকের বাড়ি থেকে ২শ' বোতল ফেন্সিডিলসহ রুবেল গ্রেফতার।

৭ ফেব্রুয়ারী-পুরান ঢাকার সূত্রাপুর থেকে ১৬শ' পুরিয়া হেরোইন, ১৪১ বোতল ফেন্সিডিলসহ মোবারক হোসেন, শাহিন মৃধা ও সুমন গ্রেফতার।

৯ ফেব্রুয়ারী-নীলক্ষেত বাবুপুরা মার্কেটের পেছনে অভিযান চালিয়ে মাটি খুঁড়ে ২৫০০ বোতল ফেন্সিডিলসহ জামাল গ্রেফতার।

১১ ফেব্রুয়ারী-টিটিপাড়া বস্তি থেকে ১৭৫০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আজম (৩০) গ্রেফতার।

২৪ ফেব্রুয়ারী-নগরীর মোহাম্মদপুর, শ্যামলীর গ্রীনরোড, তেজগাঁওয়ের মনিপুরিপাড়া এবং বাড্ডার সাঁতারকুল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৭৭৫ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক সম্রাজ্ঞী লিপি বেগম, ছকিনা, মোমেলা,মীর মোতালেব, হযরত, রুবেল, রিপন, বারেক, ফজলুল হক গ্রেফতার।

রাজধানীর গুলশান হতে উদ্ধারকৃত ৮৪ বোতল বিদেশি মদ ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

ফেব্রুয়ারী মাসে ৫ টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৮৬৬ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃর্বিভাগে ১৬৯ জন চিকিৎসা সেবা এবং বহিঃর্বিভাগে ৬৯৭ জন চিকিৎসাসেবা সম্পর্কে পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। নিম্নে ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারীভাবে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার একটি সারণি উপস্থাপন করা হলো ।

ফেব্রুয়ারী মাসে অন্তঃর্বিভাগ ও বহিঃর্বিভাগে সেবা প্রদত্ত রোগীর পরিসংখ্যান

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃর্বিভাগ	বহিঃর্বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৭৯	৩৮২	৪৬১	২৩৯	২২২
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	০	১৯	১৯	৫	১৪
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৫	১৫২	১৫৭	১০০	৫৭
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৫১	৫৫	১০৬	৩৯	৬৭
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিলা	৩৪	৮৯	১২৩	১০	১১৩
মোট	১৬৯	৬৯৭	৮৬৬	৩৯৩	৪৭৩

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।